কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 04 APR 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ ... কলাম ... ২

ছাত্রলীগের ১৫-২০ জনে তটস্থ বাকৃবি ক্যাম্পাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ও বাকৃবি প্রতিনিধি ▶

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) মেধাবী শিক্ষার্থী ও ছাত্রলীগ নেতা সাদ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের দাবিতে গতকাল বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিনের মতো ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রশাসন ভবন অবরোধ করে রাখে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এতে একাত্মতা প্রকাশ করতে চাইলেও বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগকে সমাবেশে যোগ দিতে দেয়নি আন্দোলনকারীরা। শিক্ষকরা তাতে সংহতি জানিয়ে আগামী সোমবার পর্যন্ত প্রশাসনকে আলটিমেটাম দিয়েছেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করেছেন ছাত্রবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান। এদিকে সাদ হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ নেতা সুজয় ও রোকনকে সাময়িক বহিষ্কার করেছে ছাত্রলীগ। অন্যদিকে মাত্র ১৫ থেকে ২০ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে পুরো ক্যাম্পাস তটস্থ করে রেখেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

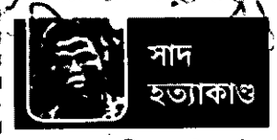

ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন শিক্ষকদের সংহতি

সাদ হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা গতকালও ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করে সকাল ৯টার দিকে প্রশাসন ভবনের প্রধান ফটকের সামনে অবস্থান নিতে শুরু করে। এ সময় আন্দোলনকারীরা ফটকের গেটে তালা ঝুলিয়ে বসে পড়ে। ফলে প্রশাসন ভবনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ স্থবির হয়ে পড়ে। দুপুর সাড়ে ১২টায় আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের একটি বিক্ষোভ মিছিল প্রশাসন ভবনের সামনে ▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

ছাত্রলীগের ১৫-২০ জনে তটস্থ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

থেকে বের হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হকের বাসভবনের সামনে এসে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষার্থীরা অবস্থান ধর্মঘট পালন করে।

সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংবাদ সম্মেলন : পরে ছয় দফা দাবি জানিয়ে দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীরা। দাবিগুলো হলো—সাদের হত্যার সঙ্গে জড়িত সব অভিযুক্তের নাম প্রকাশ করে মামলা করতে হবে, অভিযুক্তদের ক্যাম্পাস থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করতে হবে, টর্চার সেল বন্ধ করতে হবে, যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে আইন এবং সুষ্ঠু তদন্ত রিপোর্ট সবার সামনে উন্মোচন করতে হবে। এ সময় তারা অভিযোগ করে, আন্দোলন বন্ধের জন্য ছাত্রলীগ হুমকি দিচ্ছে।

শিক্ষক সমিতির জরুরি সভা, বিক্ষোভ : এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতিতে শিক্ষক সমিতির অবস্থান তুলে ধরতে সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মিলনায়তনে জরুরি সভায় বসে। সভা শেষে শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. লুৎফুল হাসানের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শতাধিক শিক্ষক আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেন। পরে শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে ফের প্রশাসন ভবনের সামনে এসে শেষ হয়।

ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টার পদত্যাগ নিয়ে নাটক : শিক্ষক সমিতির জরুরি সভায় সাধারণ শিক্ষকদের দাবির মুখে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা, হল প্রভোস্ট, প্রক্টর ও ছাত্রবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পদত্যাগের দাবি জানান সাধারণ শিক্ষকরা। এ সময় ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. সুলতান উদ্দিন ভূঞা ও ছাত্রবিষয়ক বিভাগের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান পদত্যাগের ঘোষণা দেন। পরে ড. সুলতান উদ্দিন ভূঞা পদত্যাগের বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। তবে বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান পদত্যাগ করেছেন বলে স্বীকার করেন।

ছাত্রলীগের সংবাদ সম্মেলন : অন্যদিকে সাদ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ক্যাম্পাসে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করতে গেলে আন্দোলনকারীরা ছাত্রলীগকে আন্দোলনে যোগ দিতে না দেওয়ার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন করে শাখা ছাত্রলীগ। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র সংগঠন ও শিক্ষক সমিতির নেতারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছাত্রলীগের মানহানি করতে আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের যোগ দিতে বাধা দিচ্ছেন।'

সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক বলেন, 'তদন্ত কমিটির প্রধান বিশেষ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকায় তদন্তকাজ এখনো শুরু করা হয়নি। তিনি আসামাত্রই তদন্তকাজ শুরু হবে এবং সঠিক সময়েই তদন্ত রিপোর্ট পেশ করবেন বলে আশা প্রকাশ করছি।'

ঢাকায় সমাবেশ ও কফিন মিছিল : এদিকে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাদ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ এবং জড়িতদের শাস্তির দাবিতে গতকাল রাজধানীর জাতীয় জাদুঘরের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির উদ্যোগে সমাবেশ ও কফিন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি প্রতীর সাহার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শৈকত মল্লিক, সাংগঠনিক সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ঢাকা মহানগর শাখার সভাপতি মিজান রহমান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক মনোয়ার হোসেন মাসুদ প্রমুখ। গতকাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

১৫-২০ জনে তটস্থ পুরো ক্যাম্পাস : ছাত্রলীগের নাম নিয়ে হাতেগোনা কয়েকজন নেতা-কর্মীর সহিংস আচরণের কারণে পুরো ক্যাম্পাসে অশান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে। ছাত্রলীগ, প্রশাসন ও ক্যাম্পাস-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, 'ক্যাম্পাসে রাজত্বের' ভাগাভাগি নিয়ে নিজেদের মধ্যে গ্রুপের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্রলীগ। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে বছরখানেক আগে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে শিশু রাকীব নিহত হলে সে সময়ের ছাত্রলীগের কমিটি ভেঙে দেওয়া হয়। এরপর আসে নতুন কমিটি। কিন্তু পরিস্থিতি পাল্টায়নি। তাদের স্বভাব ও বেপরোয়া আচরণ ঠিক পুরনোদের মতোই।

জানা গেছে, ছাত্রলীগে জড়িত অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থী কোনো না কোনোভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল বর্তমানে জেলহাজতে থাকা সুজয় কুমার কুণ্ডু ও রোকনুজ্জামান। এর বাইরে বহু অপকর্মের হোতা হিসেবে আশরাফুল হক হলের আরেকজন নেতার নাম জোরালোভাবে এসেছে। তার নাম রেজাউল করিম রেজা। তার বাড়ি জামালপুরে। এ ছাড়া একই হলের শাহিদুর রহমান খান স্বপন, বঙ্গবন্ধু হলের তানভীর, কুশল, আকিব; ফজলুল হক হলের বাপ্পী, আকরাম; শহীদ শামসুল হক হলের ওয়াহাব, রিন্টু, অনিক, লিমন; শহীদ নাজমুল আহসান হলের শাহীন, নাইম, নাজমুল, এনাম প্রমুখ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, 'ক্যাম্পাসে এরা হলো রাজা-মহারাজা। যা খুশি তাই করছে। একে শাসাচ্ছে, তো তাকে মারছে। দলবেঁধে মহড়া দিচ্ছে। বিকেলে কিংবা সন্ধ্যার পর বিভিন্ন মোড়ে চলছে উচ্চ স্বরে আড্ডা আর হৈ-হুল্লোর। কোনো সমস্যা হলে দলের বড় ভাইয়েরা সামলাচ্ছে। সব মিলিয়ে বাংলা সিনেমার মতো ঘটনা ঘটছে এ ক্যাম্পাসে।'

ক্যাম্পাস সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, বেপরোয়া এ গ্রুপটি যেকোনো ছলছুতোয় ভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক কর্মী তো বটেই, দলীয় কর্মীকেও নির্যাতন করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অর্থের চাহিদা মেটাতে এরা নিরীহ ছাত্রদের কাছে চাঁদাবাজি করে। ক্যাম্পাসে অবস্থিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানেও চলে এদের হুমকি-ধমকি। আর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব কিছু জেনেও না জানার ভান করে।

এ ব্যাপারে বাকৃবি ছাত্রলীগ সভাপতি মোশেদুজ্জামান খান বাবু বলেন, 'আটক হওয়া সুজয় ও রোকনুজ্জামানকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। দলের আরো কেউ এ ঘটনায় জড়িত থাকলে সাংগঠনিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি দাবি করেন, আগের সময়ের চেয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে অনেক পরিচ্ছন্ন রাজনীতি করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শহীদুর রহমান খান বলেন, 'কেউ আমাদের কাছে কোনো বিষয়ে অভিযোগ নিয়ে এলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নিতাম।' তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অপরাধীদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিয়েছে।